কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 25 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২ ...

রাজধানীর নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

শিক্ষকদের বাড়তি বেতন কমবে শিক্ষার্থীদের ফি পুনর্নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর নামকরা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নতুন বেতন কাঠামোর আলোকে পুনর্নির্ধারণের তাগিদ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই বেতন-ভাতা ও আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতেই পরে টিউশন ফি নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী ভর্তির অতিরিক্ত ফি ও টিউশন ফি আদায়ের অভিযোগ রয়েছে এমন ১২টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি এবং শিক্ষা বোর্ড প্রধানদের নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসাইন।

বৈঠক শেষে শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসাইন কালের কণ্ঠকে বলেন, কিছু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের অতিরিক্ত বেতন নির্ধারণ করেছে। কিন্তু এটা হওয়ার সুযোগ নেই। বেতন কাঠামোর স্কেল অনুসারেই যাঁর যাঁর বেতন বাড়ার কথা। এটা না করায় শিক্ষার্থীদের টিউশন ফিও বাড়ানো হয়েছে। তাই আগে শিক্ষকদের বেতন পুনর্নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতে পরে টিউশন ফি নির্ধারণ করে দেওয়া হবে।

শিক্ষাসচিব জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের হিসাবসহ কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। সেগুলো পাওয়ার পর পর্যালোচনা করে টিউশন ফি নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। যাতে কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা অভিভাবক ক্ষতিগ্রস্ত না হন। এ কারণে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি বাড়তে পারে, আবার কোনোটায় কমতেও পারে।

২০১৬ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে রাজধানীর নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত হারে ভর্তি ফি ও টিউশন ফি আদায় করলে এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়, নতুন বেতন কাঠামোতে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির কারণে সে অনুসারে এমপিও-বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও বাড়াতে হবে, এ কারণেই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে ভর্তি ও টিউশন ফি বাড়ানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাউশি) একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির প্রতিবেদন গতকালের বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়।

তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ৮৭.৫ থেকে ৭০ শতাংশ ফি বাড়িয়েছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের কোনো তথ্য তদন্ত কমিটির সদস্যদের দেওয়া হয়নি। শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ফি বাড়িয়েছে ৪৩ শতাংশ। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানটিও তাদের আয়-ব্যয়ের তথ্য দেয়নি মাউশির প্রতিনিধির কাছে। একইভাবে মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজও ফি বাড়িয়েছে; কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের কোনো হিসাব মাউশির প্রতিনিধিদের দেয়নি। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের সব ধরনের ব্যয় মেটানোর পর ৩২ কোটির বেশি টাকা উদ্বৃত্ত আছে। এর পরও এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ ১০০ ভাগ টিউশন ফি বাড়িয়েছে।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ১১ শতাংশ পর্যন্ত টিউশন ফি বাড়িয়েছে। এর বছরে সোয়া চার লাখ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। তবে প্রতিষ্ঠানটি খাতওয়ারি ব্যয় জানায়নি। এর বাইরে উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ১০০ ভাগ পর্যন্ত ফি বাড়িয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের চেয়ে বছরে সোয়া দুই লাখ টাকা ব্যয় বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ফি বাড়িয়েছে। ৬২ লাখ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে এ প্রতিষ্ঠানে। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ৬০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত ফি নিয়েছে।